তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩৮

**ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বীজ বপন হয়েছিল**

**-- ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, ভাষা আন্দোলন আমাদের বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ এবং স্বাধীকার আন্দোলন ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বীজ বপন হয়েছিল।

আজ জামালপুরের ইসলামপুরে উপজেলা পরিষদ হলরুমে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ফরিদুল হক খান বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে মানচিত্র প্রাচীন বাংলায় আমাদের এই ভূ-খণ্ডের এরূপ একক কোনো সীমানা বা মানচিত্র ছিলো না। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্য বা উপাদান সেটি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পর্যন্ত কখনোই বাঙালিদের ছিল না। তিনি বলেন, পালবাংশ, সেন রাজবংশ, মুঘল আমল, ইউরোপীয় বণিক পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফেঞ্চ, ব্রিটিশ এবং সর্বশেষ পাকিস্তানিদের দ্বারা এই ভূ- খণ্ডের মানুষ শাসিত-শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কী হবে-এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। দেশ বিভাগের পর ভাষা নিয়ে বিতর্ক আবারো জেগে উঠেছিলো এবং কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানের প্রথম মুদ্রা, ডাকটিকিট, ট্রেনের টিকিট, পোস্টকার্ড ইত্যাদি থেকে বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দু ও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলায় যে স্বাধিকার আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয় তার পথ ধরেই চলতে থাকে পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রাম, যা ১৯৭১ সালে মুক্তির সংগ্রামে পূর্ণতা লাভ করে। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা তুলে ধরেন।

পরে মন্ত্রী শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল খালেক আকন্দ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহানুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. আব্দুস ছালাম প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

#

আবুবকর/ফয়সল/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩৭

**কলকাতায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

কলকাতা, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ ‘মহান শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপিত হয়েছে।

উপ-হাইকমিশন চত্বরে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা অর্ধনমিত করেন উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস। এরপর ভাষা শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরাবতা পালন, মিশন প্রাঙ্গণে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এরপর বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন আয়োজিত প্রভাতফেরি শুরু হয়। প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন কলকাতার কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীগণ এবং বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। প্রভাতফেরি শেষে উপ-হাইকমিশন চত্বরে অবস্থিত শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

মহান ‘ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে যথাক্রমে কাউন্সিলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম মহামান্য রাষ্ট্রপতি, কাউন্সিলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমাস হোসেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) মোঃ শামসুল আরিফ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন।

২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান ‘মহান ভাষা শহিদ দিবস’ ও ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ এর গুরুত্ব তুলে ধরতে বিকেলে উপ-হাইকমিশন প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও বহুভাষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলকাতায় চীন, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড এবং নেপাল কনস্যুলেট প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ ভাষায় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কলকাতার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা চমৎকার সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

এ উপলক্ষ্যে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস তাঁর বক্তব্যে বলেন, পৃথিবীর প্রতিটি ভাষাকে রক্ষা করার, বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। তিনি বলেন, ভাষা না বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে না। সকল ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পাশাপাশি সকল ভাষাকে রক্ষার জন্য তিনি সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

#

…./ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২১৫০ঘণ্টা

Handout Number: 3136

**Bangladesh High Commission in New Delhi observed**

**the Language Martyrs’ Day and the International Mother Language Day**

New Delhi, 21 February :

The Bangladesh High Commission in New Delhi observed the Language Martyrs’ Day and the International Mother Language Day today with due veneration and utmost solemnity. Md. Mustafizur Rahman, High Commissioner of Bangladesh to India launched the day-long programme in the morning by hoisting the national flag at half-mast and placing floral wreaths at the portrait of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

As part of the programme, Mission officials and expatriate Bangladeshis joined the “Ekushey Prabhat Pheri”. They also offered wreaths at the Shaheed Minar set up at the High Commission premises. A minute’s silence was observed in memory of the language martyrs.

A special discussion was organized on the occasion of the day. Before the discussion, the messages given by the President, Prime Minister and Foreign Minister were read out. A documentary film titled ‘Bangabandhu Sheikh Mujib and the Language Movement’ was also screened.

In his speech, High Commissioner Rahman highlighted the instrumental role of the Bengali Language Movement in the emergence of Bangladesh as an independent and sovereign state. He stressed on ensuring the use of Bengali language at all levels and preserving it duly. At the same time, he put emphasis on learning other languages and saving endangered languages from extinct. High Commissioner called on everyone to contribute to the development of Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, holding the spirit of Ekushey and Bangabandhu’s ideals in their hearts.

In the evening, a multilingual cultural programme was organized at the High Commission’s Bangabandhu Hall. In addition to Bangladesh and the host country India, cultural troupes from Chile, Ghana, Japan and Nepal performed in the programme and showcased their respective history and culture through their performances. The representative of the UNESCO Regional Office in New Delhi also read out the message given by the Director General of UNESCO on the occasion of the ‘International Mother Language Day 2024’.

Finally, a special prayer was offered for the salvation of the souls of all the martyrs, including the language heroes and those who played a historical role in all stages of freedom and independence movement of Bangladesh and for the continued peace, development and prosperity of the country.

Eminent persons of the host country, high-ranking officials, and diplomats from different Missions based in New Delhi and expatriate Bangladeshis attended the programmes.

#

Masum/Faysal/Shafi/Rafiqul/Shamim/2024/2200 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩৫

**উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সিডনিতে মহান শহিদ দিবস ও**

**আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত**

সিডনি, অস্ট্রেলিয়া, ২১ ফেব্রুয়ারি:

বিনম্র শ্রদ্ধা এবং ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, সিডনিতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সিডনি মিশন বিস্তারিত কর্মসূচির আয়োজন করে।

দিবসের শুরুতে কনসাল জেনারেল পতাকা অর্ধনমিতকরণের মাধ্যমে দিনের কার্যক্রমের সূচনা করেন। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং বাংলাদেশের অব্যাহত শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অপরাহ্নে নিউ সাউথ ওয়েলসে বসবাসরত প্রবাসীগণের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করার পর ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার বীজ বপন হয়েছিল মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তিনি আরো বলেন, ভাষা শহিদ এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ আমাদের ভুলে গেলে চলবে না বরং তাদের আত্মত্যাগকে ধারণ করে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া সিডনিতে বসবাসরত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে তাদের দেশপ্রেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।

পরে ‘একুশে একাডেমি অস্ট্রেলিয়ার’ পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩৪

**ভূমি বিষয়ক পুরনো আইনকানুন বাংলায় ভাষান্তরিত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেছেন, ভূমি বিষয়ক বিবিধ আইন ও বিধিমালা সংস্কার হচ্ছে। এই সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইংরেজিতে থাকা ভূমি বিষয়ক পুরনো আইনকানুন ও বিধিবিধান বাংলায় ভাষান্তরিত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আজ রাজধানীর এক হোটেলে টেলিভিশন রিপোর্টার্স ইউনিটি অভ্‌ বাংলাদেশ (ট্রাব) ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিজনেস এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও স্মার্ট বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা, স্মার্ট পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ যখন উর্দুকে তৎকালীন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে গণপরিষদে প্রস্তাব পাস করা হলো তখন থেকেই মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই শুরু। ১৯৪৮ সালে জাতির পিতার প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। বাংলা ভাষার দাবি পরিণত হয় সংগঠিত আন্দোলনে। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারী করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ আরো অনেকে শহিদ হন। তিনি বলেন, মহান একুশে ফেব্রয়ারির সেই গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ সারা বিশ্বের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, জাতীয় চার নেতা-সহ জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের ও ভাষা শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালে হঠাৎ শুরু হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে ২০ বছরেরও অধিক সময় জুড়ে বিভিন্ন নায্য অধিকার আদায়ের জন্য করা লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি। আমাদের বাংলা ভাষা আন্দোলন এমনই এক লড়াইয়ের নাম।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সংসদ সদস্য সাবেক নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান, সংসদ সদস্য মহিউদ্দীন মহারাজ, রাজউকের চেয়ারম্যান মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বিজিএমইএ’র সভাপতি ফারুক হাসান, সাবেক তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ দীদার বখত প্রমুখ।

ভূমিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের পর প্রথিতযশা রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাসহ স্মার্ট পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ সম্মাননা প্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

#

নাহিয়ান/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩৩

**ইতালির রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে মহান শহিদ দিবস**

**ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

রোম (ইতালি), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত আইজাক রবিন পার্কে স্থাপিত স্থায়ী শহিদ মিনারে বাংলাদেশ দূতাবাস, রোমের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসের বিশেষ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকালে দূতাবাস চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ইতালিস্থ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরাও দলবদ্ধভাবে ভাষা শহিদদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মত্যাগকারী শহিদদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভাষা সংগ্রামের পথ ধরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এ দিবস পৃথিবীর সকল দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত ও দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩২

**জর্ডানে বাংলাদেশে দূতাবাস মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

জর্ডান, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

বাংলাদেশ দূতাবাস, জর্ডানে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয়েছে।

দিবসের কার্যক্রমের শুরুতে দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স শাহেদ বিন আজিজ জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। তিনি দূতাবাসের কর্মচারী, বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্য ও জর্ডানিয়ান অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে দূতাবাসে স্থাপিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তারা মহান শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন। আলোচনা সভায় জর্ডানে বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যরা বক্তব্য রাখেন।

শাহেদ বিন আজিজ তাঁর বক্তৃতায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্য এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তে বাংলাদেশি প্রবাসীদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি সকল প্রবাসীদের বাংলা ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান। সকল শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বাংলাদেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৩১

**সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করেই এগোতে হবে**

**---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করে এগোতে হবে। বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে আমাদের ঋদ্ধ ঐতিহ্য। ঢাকার নান্দনিকতা ও ঐতিহ্যের জন্যই ঢাকা বারবার হয়েছে এ অঞ্চলের রাজধানী। ঢাকার মতোই এদেশের প্রতি অঞ্চলের রয়েছে আলাদা আলাদা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্য যা বাংলাদেশকে করেছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার অদূরে কেরাণীগঞ্জে অধ্যাপক হামিদুর রহমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও আলিয়স ফ্রঁসেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘পুরান ঢাকা থেকে শেখা: জীবন্ত ঐতিহ্যসমূহের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান’ শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন।

ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, নদী, জীবন-জীবিকা ও শহরের রয়েছে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। ঢাকার সাথে বুড়িগঙ্গার রয়েছে এমনই একটি আত্মীয়তা। বুড়িগঙ্গাকে ঘিরেই ঢাকা বেড়েছে, বিকশিত হয়েছে ঢাকা। ঢাকার স্থাপত্যশৈলী ও ঐতিহ্য সমন্বিত এবং সম্মিলিতভাবে রক্ষা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই একে ঝুঁকিতে পড়তে দেওয়া ঠিক হবে না।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাসদুপুয় (Marie Masdupuy) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন ফরাসগঞ্জ ছিল ফরাসিদের আবাসস্থল।

মোগল আমলের রূপান্তর এবং আশপাশের এলাকাসমূহের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির বিবর্তন, আরমানিটোলা পাড়ার আশপাশের প্রকাশ্য উন্মুক্ত স্থানগুলোর শ্রেণিবিন্যাস, শাখারী কারিগরদের নির্মাণশৈলী ও হারানো কারুকাজ ধরে রাখা, তাঁতিবাজারের সোনার গহনা নির্মাণশৈলী, বাংলা বাজারে বই ও বাংলা ভাষা এখনো যেভাবে ধরে রাখা হয়েছে, গোল তালাবের আকারে পুরান ঢাকার ঘন বুননে বিরল মরূদ্যান, মঙ্গলাবাসরে জমিদারের প্রসারের রূপান্তর এবং পলাশগঞ্জের পার্শ্ববর্তী এলাকার কাঠের সাথে কাগজের সংযোগের গল্প এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

এ সময় অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলিয়াস ফ্রঁসেজ ঢাকা কেন্দ্রের পরিচালক ফ্রান্সিস গ্রজিন (Francois Grosjean)।

#

আসলাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৩০

**একুশ আমাদের মনে শক্তি দেয়, ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগায়**

**--- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) বলেছেন, একুশ হলো মাতৃভাষাকে জানা, ভাষার প্রতি মনকে আলোকিত করা এবং চেতনাকে জাগ্রত করা। তিনি বলেন, একুশ আমাদের মনে শক্তি দেয়, জ্ঞান দেয় এবং ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগায়।

প্রতিমন্ত্রী আজ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বায়ান্ন’র ভাষা আন্দোলন শুধু আমাদের ভাষার অধিকার দিয়েছে তা নয়, এই আন্দোলনের ফলে আমরা পেয়েছি চিন্তার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং লেখনীর স্বাধীনতা। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির স্বাধীনতার যাত্রা সূচনা হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৫২’র ভাষা শহিদদের জাতি কখনো ভুলবে না। মায়ের মুখের ভাষা বাংলা ভাষার সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে তিনি বাংলা ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিমিন হোসেন (রিমি) বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সত্য ইতিহাস জানানোর মাধ্যমে শিশুদের সঠিক পথ প্রদর্শন করতে হবে। শৈশব থেকে শিশুদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি মমত¦বোধ তৈরি করতে হবে। এ সময়ে তিনি নিজ মাতৃভাষার পাশাপাশি বিশ্বের সকল ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক আনজীর লিটন উপস্থিত ছিলেন।

#

নুরআলম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১২৯

**পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক সৈয়দ নাজমুল**

**আহসানের মৃত্যুতে পরিবেশ মন্ত্রী ও সচিবের শোক**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক সৈয়দ নাজমুল আহসানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ।

আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় পরিবেশমন্ত্রী জানান, নাজমুল আহসান পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের বায়ুমান শাখার পরিচালক পদে কর্মরত থাকাকালীন দেশের বায়ুমানের উন্নয়নে সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর মতো একজন সদালাপী কর্মকর্তার অকাল মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

উল্লেখ্য, সৈয়দ নাজমুল আহসান (৫৬) আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি -----রাজিউন)।

#

দীপংকর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১২৮

**ভিয়েতনামে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

হ্যানয়, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪’ উদ্‌যাপন করা হয়।

সকালে দূতাবাসে দিবসটির প্রথম পর্বে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যবৃন্দ এবং মহান একুশের ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

সন্ধ্যায় দূতাবাসের কনফারেন্স রুমে হ্যানয়স্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকবৃন্দ, ইউনেস্কো অফিস প্রধান এবং ভিয়েতনামে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের থিম সংগীত ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় এবং পরে এ দিবস উপলক্ষ্যে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদগণ এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আজকের দিনটি আমাদের জন্য একদিকে কষ্টের, অন্যদিকে সম্মান ও গৌরবের। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে আমাদের এক ঝাঁক তরুণ রাজপথে তাদের জীবন উৎসর্গ করে। আমরা রক্তের বিনিময়ে মায়ের ভাষার অধিকার ফিরে পেয়েছি যা বিশ্বে বিরল। অন্যদিকে দিবসটি গৌরবের। আমাদের রক্তে অর্জিত ভাষার অধিকারের সম্মানে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ২০০০ সাল থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকর্তৃক একযোগে পালিত হয়ে আসছে।

হ্যানয়স্থ ইউনেস্কো প্রতিনিধি জনাথন বেকার দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘বহুভাষার মাধ্যমে শিক্ষা: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান চর্চার স্তম্ভ’ উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বে অনেক শিশু মাতৃভাষায় শিক্ষার গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ। এটি নিজ ভাষায় দক্ষতার সাথে পড়াশুনা করার পাশাপাশি অতিরিক্ত ভাষায় দক্ষতা লাভের দ্বার উন্মোচন করে। জাতিসংঘ উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য-৪ (অন্তর্ভুক্তিমূলক, গুণগত এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ) বাস্তবায়নের পথ সুপ্রসারিত হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিশনের কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান নাসির উদদীন।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১২৭

বিসিসি’র বাংলা ভাষাভিত্তিক সফটওয়্যার উন্মুক্ত

**টেলিটকের ই-সিম উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ভাষা শহিদ স্মরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বাংলা ভাষাভিত্তিক তিনটি সফটওয়্যার-বাংলা টেক্সট টু স্পিচ ‘উচ্চারণ’, বাংলা স্পিচ টু টেক্সট ‘কথা’ এবং বাংলা ওসিআর ‘বর্ণ’ সহ নতুন একটি বাংলা ফন্ট ‘পূর্ণ’ উন্মুক্ত করেছেন। এছাড়া, তিনি অমর একুশের ভাষা শহিদদের স্মরণে বিটিসিএল এর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ জিপন এর বিশেষ সাশ্রয়ী প্যাকেজ ঘোষণা করেন এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ই-সিম উদ্বোধন করেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও ভাষা শহিদ স্মরণে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব অ্যাপসসমূহ ও বাংলা ফন্ট অবমুক্ত এবং টেলিটকের ই-সিম উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে অমর ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব এবং আইসিটি বিভাগের সচিব সহ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, এর অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জুনাইদ আহমেদ পলক প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার প্রচলনকে বাংলা ও বাঙালি বিশেষ করে বিশ্বে ৩৫ কোটি বাংলাভাষী মানুষের জন্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, স্মার্ট প্রযুক্তিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে বাংলা ভাষার বিকাশে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হল। তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চেতনার বিকাশে একুশে ফেব্রুয়ারি যেন হাজার তারের বীণা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কিন্তু মূলত আমাদের স্বাধীনতা অর্জন। আমাদের স্বাধীনতার জন্ম রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের গর্ভ থেকেই। ১৯৫২ সালের সেই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তায় জন্ম নিয়েছিল একুশের চেতনা। এই চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনে আত্মত্যাগের বীজমন্ত্র। তিনি এ সময় রফিক, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, শফিউর রহমান, ওয়ালিউল্লাহসহ নাম না জানা আরো অনেক শহিদকে পরম শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মোঃ সামসুল আরেফিন, বিটিআরসির চেয়ারম্যান প্রকৌ. মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১২৬

**নয় দেশের শিল্পীদের বর্ণাঢ্য অংশগ্রহণে**

**মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

কুয়ালালামপুর (মালয়েশিয়া), ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

মালয়েশিয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দু’দিনব্যাপী মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গতকাল কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন, সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার টেলরস ইউনিভার্সিটির (Taylor’s University) স্কুল অভ্‌ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এর সহযোগিতায় ‘প্রযুক্তির মাধ্যমে বহুভাষিকতার প্রসার’ শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টেইলর’স বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘গ্র্যান্ড হলে’ আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং নয়টি দেশের শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে হাইকমিশন প্রাঙ্গণে প্রভাতফেরির মাধ্যমে হাইকমিশনের অস্থায়ী শহিদ মিনারের বেদিতে হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসানের নেতৃত্বে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে হাইকমিশনার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন।

দিবসের মূল অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয় এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ শামীম আহসান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে হাইকমিশনার তাঁর বক্তব্যে বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এখন সারা বিশ্বে ভাষাগত বৈচিত্র্য উদ্‌যাপনের দিনে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাসহ শহিদদের অবদানের কথা স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা সভায় সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস, বাংলাদেশ-এর পরিচালক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ এবং ইউনেস্কো আঞ্চলিক অফিস, জাকার্তা-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মাকি কাতসুনো-হায়াশিকাওয়া (Maki Katsuno-Hayashikawa) –এর ধারণকৃত বক্তব্য প্রচারিত হয়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন টেলরস ইউনিভার্সিটির স্কুল অভ্‌ লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এর বিভাগীয় প্রধান-প্রফেসর ড. অনিন্দিতা দাশগুপ্ত (Dr. Anindita Dasgupta)। এই পর্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নয়টি দেশের শিল্পীদের সমন্বয়ে একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ভারত, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, নাইজেরিয়া, রাশিয়া, সুদান, তানজানিয়া, নেপাল এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন পরিবারের সদস্যগণ এবং শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের বিমোহিত করে।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১২৫

**ভাষা আন্দোলনের বিজয় বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল**

**--- ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর, জামালপুর, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, ভাষা আন্দোলনের বিজয় বাঙালিকে স্বাধীনতার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে গতি ও শক্তি জুগিয়েছিল। পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। আমাদের মাতৃভূমির সাহসী সন্তানেরা এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

আজ জামালপুরের ইসলামপুরে উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম আঘাত আসে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ওপর। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন এই অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রাষ্ট্রভাষা পরিষদ ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহুভাষিকতার প্রচার ও প্রসারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা বাংলাদেশের অবদানেরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে আন্তর্জাতিকীকরণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

ইসলামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক এড. মোঃ আব্দুস ছালাম, সহসভাপতি আঃ লতিফ সরকার, জামাল আবু নাছের চৌধুরী চার্লেস প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

#

আবুবকর/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১২৪

**ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগে জেএস ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধের নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

আজ রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়াস্থ জেএস ডায়াগনস্টিক এন্ড মেডিকেল চেক আপ সেন্টারটির সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গতকাল ২০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় খত্‌না করাতে গিয়ে ভুল চিকিৎসায় আহনাফ তাহমিন আয়মান নামে এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আজ সকালে খবর পেয়েই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল) ডাঃ মঈনুল আহসানকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠান এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালক (হাসপাতাল) মালিবাগস্থ জেএস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে উপস্থিত হয়ে হাসপাতালটির যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এক বিশেষ বিবৃতিতে জানান, ‘এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত। কিছুদিন আগেও এমন একটি ঘটনা আমরা লক্ষ্য করেছি। সে ঘটনায় আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থাও নিয়েছি। তবে সেই ঘটনার পরও যারা সতর্ক হতে পারেনি, এরকম আর কারো কোনো রকম দায়িত্বে অবহেলা বা গাফিলতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। দোষী প্রমাণিত হলে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির বিরুদ্ধে শুধু কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াই হবে না, ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলাকারী দোষীদেরও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে পরবর্তীতে আর কোনো প্রতিষ্ঠান এরকম গুরু দায়িত্বে অবহেলা করতে সাহস না পায়। চিকিৎসায় অবহেলা পাওয়া গেলে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অন্যদিকে, রাজধানীর ল্যাব এইড হাসপাতালে ঘটে যাওয়া অন্য আরেকটি ঘটনার প্রেক্ষিতেও একটি বিবৃতি দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী জানান, ‘রাজধানীর ল্যাব এইড হাসপাতালে এন্ডোস্কপি করাতে একজনের মৃত্যুর ঘটনায় গতকাল (২০ ফেব্রুয়ারি) সেখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পরিদর্শন করা হয়েছে যার রিপোর্ট আগামীকাল হাতে আসবে। রিপোর্ট দেখে সে বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

উল্লেখ্য, এ ঘটনায় আহনাফের বাবার মামলার প্রেক্ষিতে সেখান থেকে একজন পরিচালক ও একজন এনেস্থেসিওলজিস্টকে পুলিশ ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তিদের সাথে জরুরি বৈঠক করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন।

#

মাইদুল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১২৩

**মিশরে বাংলাদেশ দূতাবাসে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

কায়রো (মিশর), ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আজ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এদিন প্রত্যুষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি সূচিত হয়।

রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত করেন। এরপর দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে দিবসটির মূল কার্যক্রম শুরু হয়। প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিয়ে অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরবর্তীতে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রেরিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। পরে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন’ শিরোনামে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ শুরুতেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ সকল ভাষা শহিদদের। যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার।

রাষ্ট্রদূত আরো উল্লেখ করেন যে, একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলা ভাষাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার সংগ্রাম নয়, একইসাথে আত্মসচেতনতা সমৃদ্ধ জাতীয় জাগরণের অনুপ্রেরণার উৎস। জাতিসত্তা বিকাশে যে সংগ্রামের সূচনা সেদিন সূচিত হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পথ বেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। একুশে ফেব্রুয়ারি তাই বাঙালির কাছে চির প্রেরণার প্রতীক।

রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ১৫ বছরে টেকসই উচ্চ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ বছর বাংলাদেশ দূতাবাস, কায়রো আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে মিশরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ প্রয়াসে মিশরের বিখ্যাত কায়রো অপেরা হাউজে ‘সাংস্কৃতিক সম্পর্ক’ শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পর্যটন প্রভৃতির ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি হস্তশিল্প ও রপ্তানিপণ্যসমূহ যথা- নকশি কাঁথা, জামদানি, সিরামিক সামগ্রী প্রদর্শন করা হবে।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১২২

**ফিলিপাইনে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

ম্যানিলা, ফিলিপাইন (২১ ফেব্রুয়ারি):

বাংলাদেশ দূতাবাস, ম্যানিলার উদ্যোগে এ বছর ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের মধ্য দিয়ে ফিলিপাইনে ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪’ **উদ্‌যা**পিত হয়েছে। আজ দেশটির শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতিসংঘ ফিলিপাইন অফিসের সাথে সম্মিলিতভাবে দূতাবাস একটি সিম্পোজিয়াম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিভিন্ন বিষয়ের অনুষদবৃন্দ, বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনৈতিকবৃন্দ, আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রী এবং মিডিয়াকর্মীসহ প্রায় আড়াইশত অতিথি উক্ত সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়-এর দিলিমান ক্যাম্পাসের NISMED অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ÔMultilingual Education: An Essential Strategy for Transforming Education SystemsÕ শীর্ষক সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিলিমান ক্যাম্পাস উপাচার্য অধ্যাপক এডগারদো কার্লো ভিসতান, সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন অনুষদের ডিন অধ্যাপক রুথ লুস্টেরো রিকো, ফিলিপাইনে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুস্তাভ গঞ্জালেস এবং ফিলিপাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এফ এম বোরহান উদ্দিন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ এডুকেশন এর প্রধান অধ্যাপক ডিনা জোয়ানা ওকাম্পো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক মারিয়া ক্রিস্টিনা।

রাষ্ট্রদূত এফ এম বোরহান উদ্দিন তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং এর তাৎপর্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর প্রভুসুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ এবং ভাষার ভিত্তিতে বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। যার পথ পরিক্রমায় শুরু হয় বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন এবং একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। আর এই ভাষা সংগ্রামই বীজ বপন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে। রাষ্ট্রদূত ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার উপর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রস্তাবনা করেন।

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুস্তাভ গঞ্জালেস বলেন, সকলকে সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ ও সমতাভিত্তিক শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা ও বহুভাষাবাদ একটি ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ।

উপাচার্য অধ্যাপক এডগারদো কার্লো ভিসতান বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের মনের আবেগ প্রতিফলিত হয়েছে।

সিম্পোজিয়াম শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের ১২টি ভাষায় সমবেতভাবে গাওয়া একুশের অমর গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ প্রদর্শিত হয়।

এর আগে সকালে বাংলাদেশ হাউসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত করেন রাষ্ট্রদূত এফ এম বোরহান উদ্দিন। এ সময় এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে বাংলাদেশ হাউস প্রাঙ্গণে স্থাপিত অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে উপস্থিত সকলে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তাছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সায়মা/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১২১

**বহুভাষার সংস্কৃতির মেলবন্ধন শান্তির পৃথিবী গড়বে**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আজ সকল ভাষা সংরক্ষণের প্রেরণা। আর বহুভাষার সংস্কৃতির মেলবন্ধন পৃথিবীতে শান্তি, সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর বেইলি রোডে ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে ‘বহুভাষায় শিক্ষা: শেখা এবং প্রজন্মান্তরের শিক্ষার সোপান’ (Multilingual Education: A Pillar of Learning and Intergenerational Learning) প্রতিপাদ্য নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

বক্তৃতার শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে মন্ত্রী ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ  সকল ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের ইতিহাস তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘তখনকার তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময় ভাষার দাবিতে আন্দোলনের কারণেই জেলে বন্দি ছিলেন। জেলখানায় বসে সহযোগীদের সঙ্গে সভা করে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে।’

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘে স্বীকৃত হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ড. হাছান বলেন, কানাডা প্রবাসী দু'জন বাঙালি রফিক ও সালামের উদ্যোগ এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্বরিত সিদ্ধান্তে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাঠানোর পর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর এক ঘোষণায় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এর মধ্য দিয়ে বাঙালির সেই আত্মত্যাগের দিনটি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মায়ের ভাষার অধিকার রক্ষার দিন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং মানুষ বহুভাষাকে সযত্ন ধারণের প্রেরণা পেয়েছে, বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, সামুদ্রিক বিষয় ইউনিট সচিব রিয়ার এডমিরাল (অব:) মোঃ খুরশেদ আলম, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ড. মুহ: নজরুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিদেশি কূটনীতিক এবং তাদের পরিবারবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পররাষ্ট্র সচিব তার বক্তৃতায় মাতৃভাষা দিবসটিকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সম্প্রীতির দিন হিসেবে বর্ণনা করেন। ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর মাশ্‌ফী বিন্তে শাম্‌স্ স্বাগত বক্তব্য দেন।

বহুভাষা নির্ভর এ অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগের পরিচালক সামিয়া ইসরাত রনির পরিচালনায় কর্মকর্তা-শিল্পীবৃন্দের পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া ও ফ্রান্স দূতাবাসের শিল্পীরা গান ও কবিতাসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটি বাংলা, পর্তুগিজ ও আরবিতে পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এর আগে সকালে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে এবং এরপর বিদেশি কূটনীতিকরা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে স্থাপিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১২০

**বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সরকারের লক্ষ্য**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি সকালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অমর ভাষা শহিদদের প্রতি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যে প্রতিবাদ দিবস হবে, সে সময়ের তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় বসে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই ২১ ফেব্রুয়ারিতে মায়ের ভাষার দাবিতে আমাদের পূর্বসূরিরা জীবন দিয়ে ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠা করেন।’

মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে অভিষিক্ত হওয়া আমাদের জাতীয় জীবনের এক বিশাল অর্জন। আজকে আমাদের লক্ষ্য ও স্বপ্ন হচ্ছে বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষায় রূপান্তরিত করা। সারা পৃথিবীতে ৩৫ কোটির বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে।

#

আকরাম/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১১৯

**খাদ্যের অপচয় কমাতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী হবে**

**-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ বলেছেন, বাংলাদেশে ফসল সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ৩০ শতাংশ ফসল ও খাদ্য নষ্ট এবং অপচয় হয়। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য নষ্ট ও অপচয়ের পরিমাণ কমাতে পারলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হবে।

আজ শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর ‘৩৭তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনে খাদ্য ও পানি সংরক্ষণ এবং খাদ্য অপচয়রোধ’ শীর্ষক সেশনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, কৃষিতে বর্তমান সরকারের এখন অগ্রাধিকার হলো ফসলের সংগ্রহ-উত্তর নষ্ট ও অপচয়ের বিশাল পরিমাণ কমিয়ে আনা। সেলক্ষ্যে সরকার ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের কৃষিযন্ত্র দিয়ে যাচ্ছে এবং বহুমুখী হিমাগার নির্মাণ, বহুফসলের সমন্বিত সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও শাকসবজি পরিবহণে রেফ্রিজারেটেড ভেহিকল প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

খাদ্য নষ্ট ও অপচয়ের পরিমাণ কমাতে ফসল তোলা, মাড়াই, পরিবহণ ও সংরক্ষণে বিশাল বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে; তারপরও এসব খাতে বেসরকারি ও বিদেশি বিশাল বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরকার এখন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিদেশি বিনিয়োগ আনার বিষয়ে এফএও সহযোগিতা করতে পারে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মাহমুদুর রহমান এবং এফএও’র বাংলাদেশ প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি উপস্থিত ছিলেন।

সকালে মন্ত্রী একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কলম্বোর ইন্ডিপেনডেন্স স্কয়ারে বাংলাদেশ হাইকমিশন, শ্রীলংকা এবং শ্রীলংকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া, মন্ত্রী জাপানের কৃষি, বন ও মৎস্য প্রতিমন্ত্রী সুজুকি নোরিকাজু (SUZUKI Norikazu) এবং মালয়েশিয়ার কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা মন্ত্রী মোহাম্মদ সাবু (Mohamad Sabu**)** এর সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন।

#

কামরুল/ফয়সল/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১১৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৮ দশমকি ৯৩ শতাংশ। এ সময় ৪০৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ১৪৮ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১১৭

**সৌদি আরবের রিয়াদে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

রিয়াদ, (২১ ফেব্রুয়ারি):

সৌদি আরবের রিয়াদে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আজ দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও সৌদি কর্মকর্তাদের নিয়ে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী। এতে বিশেষ অতিথি জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মোহাম্মদ আল জারকানি ও কূটনৈতিক কোরের ডিন জিবুতির রাষ্ট্রদূত দায়া আদদীন সাঈদ বামাখারামা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টফি ফারনড, সৌদি আরবের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল হানি মানসি এবং ওআইসি’র রাজনৈতিক বিষয়ক সহকারী মহাসচিব ইউসেফ আল দুবেহ বক্তব্য প্রদান করেন।

রাষ্ট্রদূত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে মাতৃভাষা বাংলা রক্ষা করার বিষয়ে বাঙালি জাতির অবদানের কথা বিদেশিদের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দিবসটি পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে সংগ্রাম ও ভাষার অধিকার আদায়ের এক উজ্জ¦লতম দৃষ্টান্ত। তিনি ভাষা আন্দোলনে ও মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর জোর দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বক্তারা। প্রত্যেককে নিজ নিজ ভাষা চর্চা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রাখতে বক্তারা আহ্বান জানান। ২১ শে ফ্রেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতিতে অবদান রাখায় বাংলাদেশের প্রশংসা করেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা।

দিবসটি উপলক্ষ্যে দিনের শুরুতে দূতাবাস চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী। এরপর রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিয়ে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া রিয়াদস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করে দেয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে প্রবাসীরা ভূমিকা রাখবেন। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভাষা আন্দোলন’ শিরোনামে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে রিয়াদস্থ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নৃত্য পরিবেশন করে। এ সময় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একটি তথ্যচিত্র ও ১২টি ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারির গান পরিবেশন করা হয়।

#

আসাদুজ্জামান/ফয়সল/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১১৬

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলো চট্টগ্রামের মানুষ

চট্টগ্রাম, ৮ ফাল্গুন, (২১ ফেব্রুয়ারি):

যথাযথ মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে অস্থায়ী শহিদ মিনারে একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ।

ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। পরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি কার্যালয়, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসন কার্যালয়, জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ সরকারি-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ, বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

#

সুব্রত/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৪৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১৫

**আবুধাবিতে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন**

আবুধাবি, ২১শে ফেব্রুয়ারি :

আবুধাবিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস   
উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দূতাবাস ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দূতাবাসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ স্কুল, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার স্থানীয় সাংবাদিকগণ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করা হয়। রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে নির্মিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠন এবং ব্যক্তিবর্গও তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তীতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ এবং নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন ছিলো অনুষ্ঠানের পরবর্তী আয়োজন। এছাড়াও ভাষা শহিদদের স্মরণে বাংলাদেশ স্কুলের শিক্ষার্থীরা সংগীত পরিবেশন করে।

ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

#

কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৪২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১১৪

**ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর, জামালপুর, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান। একুশের প্রথম প্রহরে জামালপুরে ইসলামপুর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তিনি ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ধর্মমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পরে ইসলামপুর জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগ, উপজেলা প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম, অফিসার ইনচার্জ সুমন তালুকদার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আঃ সালাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জামাল আবু নাছের চৌধুরী চার্লেস, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মানিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুবকর/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১৪২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১১৩

**বাংলাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা করতে হবে**

**-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা করতে হবে। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম ভাষা। বিশ্বব্যাপী ভাষা অধিকার আন্দোলনে বাংলা ভাষা সংগ্রামীরাই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। ভাষা শহিদদের ত্যাগ ও বিসর্জন বিশ্বের কাছে অমূল্য।

আজ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ভাষা শহিদেরা বাংলা ভাষাকে কেবল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠাই করেননি বরং আমাদের জাতীয়তাবোধ ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। তাঁরা বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানের বীজ বপন করেছেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রসার ঘটাতে হবে। তিনি আরো বলেন, ভাষা শহিদদের স্মৃতি ধারণ করে আমাদের সকলকে পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করতে হবে।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) ড. ফাহমিদা খানম, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কাজী আবু তাহেরসহ মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী এর পূর্বে খিলগাঁও গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে স্থাপিত শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

#

দীপংকর/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১১২

**ময়মনসিংহে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন**

ময়মনসিংহ, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি):

ময়মনসিংহে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

একুশের প্রথম প্রহরে ময়মনসিংহ নগরীর কেন্দ্রীয় টাউন হলে স্থাপিত শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানান ময়মনসিংহ সদরের সংসদ সদস্য মোহিত উর রহমান শান্ত। এরপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া, রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ শাহ আবিদ হোসেন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ইউসুফ আলী, জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী, পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান, ময়মনসিংহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড। জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এহতেশামূল আলম ও সাধারণ সম্পাদক এড. মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণির-পেশার মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এ দিবস উপলক্ষ্যে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালায় রচনা, চিত্রাংকন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদশর্ন ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সকল মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে ভাষা শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

#

হুদা/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১৩২০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১১

**মহান শহিদ দিবসে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে কোরআনখানি, দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ মুহিউদ্দীন কাসেম।

অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, ড. সৈয়দ শাহ এমরান, ডা. নাসিম উল গণি খান, মোস্তফা মনসুর আলম খান, ড. মোহাম্মদ হারুনূর রশীদসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহিদগণের রূহের মাগফেরাত কামনায় কোরআনখানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এ উপলক্ষ্যে আজ দেশের সকল মসজিদেও বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এছাড়া, **ইসলা**মিকফাউন্ডেশনের বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা কার্যালয়, ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, ইসলামিক মিশন কেন্দ্রসমূহেও আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

#

শারমীন/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১২৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১১০

**ব্রুনাইয়ে ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন**

বন্দর সেরি বেগাওয়ান, ২১ ফেব্রুয়ারি :

   ব্রুনাই দারুসসালামে বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন হাইকমিশনার নাহিদা রহমান সুমনা।

ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিটের নীরবতা পালন, হাইকমিশন প্রাঙ্গণে স্থাপিত শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। তাৎপর্যপূর্ণ এই দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বানী পাঠ করে শোনানো হয়।

এসময় ভাষা শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাস ও তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।

#

কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৯

**মহান শহিদ দিবসে রংপুরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন**

রংপুর, ৮ ফাল্গুন, (২১শে ফেব্রুয়ারি) :

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে যথাযোগ্য মর্যাদায় রংপুরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। দিবসের প্রথম প্রহরে রংপুরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হাবিবুর রহমান পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমান শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠনসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হাবিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, বাঙালি জাতির প্র্রথম আঘাত আসে মাতৃভাষার ওপর। বিশ্বে ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া একমাত্র জাতি বাঙালি। ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা একই সূত্রে গাঁথা। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্যেই স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিলো। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে নতুন প্রজন্মকে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যেতে হবে।

#

মামুন/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১২০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৮

**ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

খাগড়াছড়ি, ৮ ফাল্গুন, (২১শে ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে খাগড়াছড়িতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহান ভাষা দিবসে সকল বীর শহিদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় মসজিদে মোনাজাত করা হয়। এছাড়া, বিহার, মন্দির ও গীর্জায় বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ খাগড়াছড়ি জেলা শাখা ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজুয়ান/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১২০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৭

**বাংলাদেশি ২০ এজেন্টকে পুরস্কৃত করল এয়ার এশিয়া**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

এয়ারলাইন্স নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশের ২০টি শীর্ষ ট্রাভেল এজেন্টকে পুরস্কৃত করেছে মালয়েশিয়ার উড়োজাহাজ সংস্থা এয়ার এশিয়া। এজেন্টদের সম্মান জানাতে ও উৎসাহ দিতে প্রতি বছরই এ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

গতকাল রাজধানী ঢাকায় একটি হোটেলে এয়ার এশিয়ার ‌‘অ্যানুয়াল এজেন্ট কনফারেন্স ২০২৪’ অনুষ্ঠানে ২০জন এজেন্টের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকায় নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এয়ার এশিয়া এভিয়েশন গ্ৰুপ লিমিটেডের গ্ৰুপ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বো লিনগাম, এয়ার এশিয়ার চিফ রেভেনিউ এন্ড নেটওয়ার্ক পল গেরার্ড ক্যারল এবং টোটাল এয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড-টাস গ্রুপের চেয়ারম্যান কে এম মজিবুল হক, ভাইস চেয়ারম্যান শেখ মামুন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোরশেদুল আলম চাকলাদার ও পরিচালক কাজী শাহ মোজাক্কের।

প্রবাসীদের যাতায়াত ও পণ্য আমদানি-রপ্তানি সুবিধা বাড়াতে সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ফ্লাইট কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে চায় মালয়েশিয়াভিত্তিক এয়ারলাইনস এয়ার এশিয়া। অনুষ্ঠানে খুব শীঘ্রই এয়ার এশিয়ার বাংলাদেশ নামের নতুন এয়ারলাইন্স আনার ঘোষণা দেন জিএসএ প্রতিষ্ঠান টাস গ্রুপ।

অনুষ্ঠানে এয়ার এশিয়া ও টোটাল এয়ারলাইন্স সার্ভিসেস লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দেশের বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্টরা উপস্থিত ছিলেন।

#

মেহজাবিন/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১০৬

**জাপানে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত**

টোকিও, ২১ ফেব্রুয়ারি:

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় আজ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। ভাষা শহিদদের স্মরণে টোকিওর তোশিমা সিটির ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে স্থাপিত শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

জাপানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ ও তোশিমা সিটির ডেপুটি মেয়র কাতসুমি আমাগাই শহিদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে জাপানের প্রবাসী বাংলাদেশি ও অন্যান্য অতিথিগণ প্রভাতফেরীর মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে দূতাবাস প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করেন। এসময় উপস্থিত দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আগত অতিথিবৃন্দ সম্মিলিত কন্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর ভাষা শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইউনেস্কোর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উম্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মাসাতো ওয়াতানাবে, সাবেক জেওসিভি স্বেচ্ছাসেবী ওশিমা মুতসুকো ও জাপান প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। পরে ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

#

ইমরানুল/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৫

**একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন ঢাদসিক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ তাপস**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ঢাদসিক) মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী মোর্শেদ হোসেন কামাল, করপোরেশনের সংরক্ষিত আসন-৬ এর কাউন্সিলর নারগীস মাহতাব এবং সংরক্ষিত আসন-৭ এর কাউন্সিলর শিরিন গাফফার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে একুশের প্রথম প্রহরে রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে ভাষা শহিদ আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার ও শফিউর রহমান এবং শহীদ মিনারের নকশাকার শিল্পী হামিদুর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন।

#

নাছের/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০০০ ঘন্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০৪

**বিশ্ব চিন্তা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৮ ফাল্গুন (২১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২২ ফেব্রুয়ারি ‘বিশ্ব চিন্তা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বিশ্ব চিন্তা দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের নবীন, প্রবীণসহ সর্বস্তরের গাইড সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। World Association of Girl Guides & Girl Scouts (WAGGGS) কর্তৃক নির্ধারিত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘Our World, Our Thriving Future: The environment and global poverty’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নারীর আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন এ দিনটি উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতির পিতার উদ্যোগেই মহান জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালে ‘বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন আইন, ১৯৭৩’ পাশ হয়, যার মাধ্যমে এই সংগঠনটি আইনি ভিত্তি লাভ করে। তখন থেকে সারাদেশে সরকার ও প্রশাসনের সহযোগী হিসেবে গার্ল গাইডস বোনেরা সরকারের উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষার্থে Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan (BCSAP) গ্রহণ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থায়নে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ২০১৮ সালে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য ‘মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান’ গ্রহণ করা হয়েছে ।

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন হিসেবে নারী উন্নয়ন, নারীর নেতৃত্ব বিকাশ ও সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে সারাদেশে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন। দেশের যেকোনো জরুরি অবস্থায় দেশসেবার ব্রত নিয়ে স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে ৬ লক্ষাধিক গার্ল গাইড সদস্য যুক্ত রয়েছেন। এই সংখ্যা বিগত দশক থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বেইলী রোডে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের প্রাঙ্গনে আধুনিক ১০ তলা ভবন ও বাড়ইপাড়াস্থ জাতীয় ক্যাম্প সাইটে ৪ তলা ভবন তৈরি হয়েছে। কন্যাশিশু, কিশোরী ও নারীদের আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ হতে পরিপত্রের মাধ্যমে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সমমানের মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে গার্ল গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে, কন্যাশিশুদের আত্মবিশ্বাসী ও আগামীর সচেতন নারী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিপত্রের মাধ্যমে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গার্ল গাইডিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আবশ্যিকভাবে ‘হলদে পাখি’ দল গঠনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলাদেশের গার্ল গাইডস আজ বিশ্ব গার্ল গাইডস ও গার্ল স্কাউটস সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচালনা পর্ষদে স্থান করে নিচ্ছে।

মেধা, মননশীলতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। আমি মনে করি, বালিকা-কিশোরী ও তরুণী যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি গাইডিংকে ব্রত হিসেবে নিবে তারা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। উন্নয়ন ও শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের পাশাপাশি তরুণীদেরও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের নারী জনশক্তিকে পিছিয়ে রেখে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। উন্নয়নের মহাসড়কে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্ব চিন্তা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/রবি/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ